AQD

আহলুস সুন্নাহ -ওয়াল জামাতের পরিচয় –আক্বিদা এবং বৈশিষ্ট্য

আরিফুল ইসলাম

সূচীপত্র

- আহলুস সুন্নাহ- ওয়াল জামাআত শাব্দিক -পরিভাষিক বিশ্লেষন
- আহলুস সুন্নাহ- ওয়াল জামাআত সংশ্লিষ্ট হাদীস-
- হাদীস থেকে আল আল ফিরকাতুন নাজিয়াহ এর পরিচয়
- আল জামাআহ’ শব্দের বিশ্লেষন-
- আহলুস সুন্নাহ- ওয়াল জামাআত এর মৌলিক আক্বিদা-বৈশিষ্ট্য

FEBRUARY 7, 2019
ISLAMIC ONLINE MADRASAH

‘আহলুস সুন্নাহ- ওয়াল জামাআত’ এই বাক্যটির দুটি পার্ট- ১. ‘আহলুস সুন্নাহ ২. ওয়াল জামাআত’

‘আহলুস সুন্নাহ -শাব্দিক -বিশ্লেষন

আহ্‌ল (أهل)

অর্থ পরিজন, জনগণ, অনুসারী (relatives, folks, people, members, followers) ইত্যাদি।

সুন্নাত

وَالسُّنَّةُ: هِيَ الطَّرِيقَةُ الْمَسْلُوكَةُ، فَيَشْمَلُ ذَلِكَ التَّمَسُّكَ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ هُوَ وَخُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ مِنَ الِاعْتِقَادَاتِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ.

অর্থাৎ দ্বীনের যে পথ ও পন্থার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন ছিলেন, আকীদা-বিশ্বাস, আমল ও কর্ম তথা দ্বীনের সকল বিষয়ে তাদের ঐ পথ ও পন্থাই হচ্ছে ‘সুন্নাহ’। - জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম, ইবনে রজব পৃ. ৪৯৫

এর বিপরীতটি হচ্ছে `বিদআত‘ সুতরাং আহলুস সুন্নাত অর্থ সুন্নাতের জনগণ বা সুন্নাতের অনুসারী এবং **আহলুল বিদ‘আত অর্থ বিদ‘আতের জনগণ বা বিদ‘আতের অনুসারী।**

আহলুস সুন্নাহ- সংশ্লিষ্ট হাদীস

أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

একদিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন। এরপর আমাদের দিকে ফিরে এক সারগর্ভ বক্তৃতা করলেন। এতে আমাদের চোখ অশ্রুসজল হল এবং হৃদয় ভীতকম্পিত হল। একজন আরজ করলেন, আল্লাহর রাসূল! এ যেন বিদায়কালের উপদেশ। আপনি আমাদের (আরো) কী অসীয়ত করছেন? আল্লাহর রাসূল বললেন, **তোমাদেরকে অসীয়ত করছি আল্লাহকে ভয় করার এবং আমীর হাবাশী গোলাম হলেও তার আনুগত্য করার। কারণ আমার পর তোমাদের যারা বেঁচে থাকবে তারা বহু ইখতিলাফ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাহ ও আমার হেদায়েতের পথের পথিক খলীফাগণের সুন্নাহকে সর্বশক্তি দিয়ে ধারণ করবে। আর সকল নবউদ্ভাবিত বিষয় থেকে দূরে থাকবে। কারণ সকল নবউদ্ভাবিত বিষয় বিদআত। আর সকল বিদআত গুমরাহী।** হাদীস : ১৭১৪৫

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এটি বুনিয়াদী হাদীস। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইখতিলাফ হলে আমার সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে ধারণ করবে। তাহলে বুঝা গেল, **নাজাতপ্রাপ্ত দলের একটি মানদন্ড সুন্নাহ, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ।**

‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর‘ দ্বিতীয় পার্ট ‘আলজামাআ’

আলজামাআ’ শাব্দিক -পারিভাষিক বিশ্লেষন

জামা‘আত শব্দটি আরবী জাম’ (الجمع) থেকে গৃহীহ, যার অর্থ একত্রিত করা, জমায়েত করা, ঐক্যবদ্ধ করা (To gather, collect, unite, bring together, join) ইতাদি। ‘জামা‘আত’ (جماعة) অর্থ জনগণ, জনগোষ্ঠি, বা সমাজ (community, society). **এর বিপরীতটি হচ্ছে `ফিরকা**

আলজামাআ’ সংশ্লিষ্ট হাদীস

এ সংক্রান্ত হাদীসটি সুনানে আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ ও সুনানে দারেমী ইত্যাদি কিতাবে আছে। সুনানে আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমদে হাদীসটি যেভাবে আছে তা হল-

عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال : حججنا مع معاوية بن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة، يعني الأهوء، كلها في النار إلا الواحدة، وهي الجماعة ... انتهى.

আবু আমির আবদুল্লাহ বলেন, আমরা মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.-এর সাথে হজ্ব করলাম। যখন মদীনায় এলাম যোহরের নামাযের পর তিনি দাঁড়ালেন এবং বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, *পূর্বের দুই কিতাবধারী সম্প্রদায় তাদের ধর্মে বায়াত্তর মিল্লাতে বিভক্ত হয়েছিল। আর এই উম্মত বিভক্ত হবে তেয়াত্তর মিল্লাতে। অর্থাৎ নিজস্ব খেয়াল-খুশির অনুসারী বিভিন্ন দল*। **সবগুলো দল জাহান্নামী হবে একটি ছাড়া। আর সেটি হচ্ছে ‘আলজামাআ’** ।-মুসনাদে আহমদ ২৮/১৩৪ হাদীস : ১৬৯৬৭

আল আল ফিরকাতুন নাজিয়াহ এর পরিচয়

তাহলে আমরা দুটি বিষয় পেলাম : ১. সুন্নাহ তথা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ, যা সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাহও বটে। ২. জামাআ।

মোটকথা আজকে আমরা সালাফ থেকে নাজাতপ্রাপ্ত ও সুপথপ্রাপ্ত দলের পুরো নাম পেলাম। **অপর পক্ষের পূর্ণ নাম হল, আহলুল বিদআতি ওয়াল ফুরকা**। সাধারণত শুধু নামের প্রথম অংশ উল্লেখ করে **আমরা আহলুল বিদআ বা বিদআতী বলি,** যা সুন্নাহ ত্যাগের কারণে হয়। অপর অংশ আহলুল ফুরকা বা ফেরকাবাজ সাধারণত বলি না, যা জামাআ ত্যাগের কারণে হয়।

বি.দ্র. মনে রাখতে হবে, **সুন্নাহ ও জামাআ একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত**। কারো মনে হতে পারে, কোনো দলের মাঝে জামাআ না থাকলেও সুন্নাহ থাকতে পারে। তাদের নাম হতে পারে-আহলুস সুন্নাতি **ওয়াল ফুরকা**। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। কারণ ফুরকা বা বিভেদ হচ্ছে মারাত্মক সুন্নাহ পরিপন্থী বিষয়। কাজেই বিভেদ সৃষ্টিকারী কখনো সুন্নাহর অনুসারী নয়। তেমনি বিদআতী হয়ে জামাআ রক্ষাকারী কি হতে পারে? পারে না। কারণ বিদআতীর চরিত্রই হচ্ছে সুন্নাহ অনুসারীদেরকে লক্ষ্যবস্ত্ত বানানো। তো সুন্নাহ ত্যাগের কারণে এক বিভেদ তো প্রথমেই তৈরি করেছে, এখন সুন্নাহর অনুসারীদেরকে টার্গেট করে আরো বিভেদের জন্ম দিচ্ছে। মোটকথা সুন্নাহ ও জামাআ একট অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

আল জামাআহ' শব্দের বিশ্লেষন

ইবনে তাইমিয়া রাহ. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর নীতি-আদর্শ সম্পর্কে বলেন-

فإن السنة تتضمن النص والجماعة تتضمن الإجماع، فأهل السنة والجماعة هم المتبعون للنص والإجماع

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ হচ্ছে নস ও ইজমার অনুসারী। 'সুন্নাহ' নসকে ধারণ করে আর 'জামাআ' ধারণ করে ইজমাকে।-মিনহাজুস সুন্নাহ ৬/৪৬৬

'আল জামাআহ'-তে রয়েছে চারটি বিষয়

১. (রাজনৈতিক ক্ষেত্রে) আমীরুল মুমিনীন বা সুলতানের কর্তৃত্ব স্বীকারকারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া এবং শরীয়তসম্মত বিষয়ে তার আনুগত্য বর্জন না করা। (ফাতহুল বারী ১৩/৩৭, হাদীস ৭০৮৪-এর আলোচনায়) অর্থাৎ মুসলমানদের অধিকাংশ আহলুর রায় (أهل الحل والعقد) কোনো আমীরের আনুগত্যের ব্যাপারে একমত হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা অভিযান পরিচালনা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা

২. শরীয়তের আহকাম ও বিধানের ক্ষেত্রে উম্মাহর আমলে মুতাওয়ারাছ তথা সাহাবা-তায়েয়ীন যুগ থেকে চলে আসা কর্মধারা এবং উম্মাহর সকল আলিম বা অধিকাংশ আলিমের ইজমা ও ঐক্যের বিরোধিতা না করা। কোনো ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর অনুসৃত পথ থেকে বিচ্যুত হবে না। (উসূলের কিতাবসমূহের ইজমা অধ্যায়) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আকাইদ, ইবাদত, ইত্যাদি কোনো ক্ষেত্রেই নিজের জন্য নতুন কোনো পথ নির্বাচন করবে না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো আকাইদ ও ইবাদতই গ্রহণ ও অনুসরণ করবে, যা গ্রহণ ও অনুসরণ করেছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরাম। সকল প্রকারের বিদআত ও রুসুম-রেওয়াজ থেকে দূরে থাকবে। লেনদেন, সামাজিকতা, আচার-ব্যবহার অর্থাৎ দ্বীন-দুনিয়ার সকল ক্ষেত্রে সুন্নাহর শিক্ষাকেই অন্য সব কিছুর উপর প্রাধান্য দিবে।

৩. হাদীস-সুন্নাহ এবং ফিকহের ইলম রাখেন এমন উলামা-মাশাইখের সাথে নিজেকে যুক্ত রাখা। ইমাম তিরমিযী রাহ. আহলে ইলম থেকে আলজামাআর যে ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন তা এই-

أهل الفقه والعلم والحديث অর্থাৎ জামাআ হচ্ছে ফিকহ ও হাদীসের ধারক আলিম সম্প্রদায়। (কিতাবুল ফিতান, বাবু লুযুমিল জামাআ, হাদীস ২১৬৭-এর আলোচনায়)

৪. মুসলিম শাসনকর্তার অধীনস্ত মুসলমানদের জামাত। -আল ইতিসাম, শাতিবী, শরহু উসূলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ।

সুতরাং কেউ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থ, সে দ্বীনের প্রতিটি বিভাগে উপরোক্ত বিষয় গুলো পাওয়া যেতে হবে।

আহলুস সুন্নাহ- ওয়াল জামাআত এর মৌলিক আক্বিদা-বৈশিষ্ট

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ পরিচয় দিয়ে ইমাম আবু হানিফা রাহ.-এর এ বাণী তো অতি প্রসিদ্ধ। তিনি বলেছেন-

الْجَمَاعَة ان تفضل أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَلا تَنْتَقِصَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلا تُكَفِّرَ النَّاسَ بِالذُّنُوبِ وَتُصَلِّيَ على من يَقُول لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَخَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَتَمْسَحَ عَلى الْخُفَّيْنِ وَتُفَوِّضَ الأَمْرَ إِلَى اللَّهِ وَتَدَعَ النُّطْق فِي اللَّهِ جَلَّ جَلالُهُ.

'আবু বকর, উমর, আলী ও উসমান রা.-কে শ্রেষ্ঠ মনে করবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবীর অসম্মান করবে না, গোনাহের কারণে মানুষকে কাফের আখ্যা দিবে না, যে কালিমা পাঠ করে তার মৃত্যুতে জানাযার নামায পড়বে। কালেমা পাঠকারীর ইমামতিতে নামায পড়তে অসম্মত হবে না। চামড়ার মোজার উপর মাস্হ করবে। সব কিছুকে আল্লাহর উপর ন্যস্ত করবে আর আল্লাহ তাআলার সত্তার বিষয়ে মুখ খুলবে না।' -আলইনতিকা, ইবনে আব্দুল বার পৃ. ৩১৪-৩১৫

ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ কিতাব 'আল বাহরুর রাইক' (তাকমিলাহ)-এ ফিকহের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য কিতাব 'আলহাভী' থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে -

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مَنْ فِيهِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ: الْأَوَّلُ أَنْ لَا يَقُولَ شَيْئًا فِي اللَّهِ تَعَالَى لَا يَلِيقُ بِصِفَاتِهِ. وَالثَّانِي: يُقِرُّ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ. الثَّالِثُ: يَرَى الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَيْنِ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ. وَالرَّابِعُ: يَرَى الْقَدَرَ خَيْرَهُ وَشَرَّهُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى. وَالْخَامِسُ: يَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ جَائِزًا. وَالسَّادِسُ: لَا يَخْرُجُ عَلَى الْأَمِيرِ بِالسَّيْفِ. وَالسَّابِعُ: يُفَضِّلُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا عَلَى سَائِرِ الصَّحَابَةِ. وَالثَّامِنُ: لَا يُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ. وَالتَّاسِعُ: يُصَلِّي عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ. وَالْعَاشِرُ: يَرَى الْجَمَاعَةَ رَحْمَةً وَالْفُرْقَةَ عَذَابًا.

'আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত সে, যার মধ্যে দশটি বৈশিষ্ট্য থাকবে-

১. আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে এমন কিছু না বলা যা তাঁর গুণাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

২. স্বীকার করা যে, কুরআন আল্লাহর কালাম, তা মাখলূক বা তাঁর সৃষ্টি নয়।

৩. নেককার গোনাহগার উভয় শ্রেণির মানুষের পিছনেই জুমা ও দুই ঈদের নামায পড়াকে জায়েয মনে করা।

৪. তাকদীরের ভালো-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার বিশ্বাস রাখা।

৫. চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করাকে জায়েয মনে করা।

৬. আমীরের বিরুদ্ধে তরবারী উত্তোলন করা থেকে বিরত থাকা।

৭. আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী রা.-কে অন্য সকল সাহাবী থেকে শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস করা।

৮. গুনাহের কারণে কোনো আহলে কিবলাকে কাফের আখ্যা না দেওয়া।

৯. আহলে কিবলার অন্তর্ভুক্ত কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযার নামায আদায় করা।

১০. মুসলমানদের মধ্যকার ঐক্যকে রহমত ও অনৈক্যকে আযাব মনে করা। -আল বাহরুর রাইক, খ- ৮, পৃ. ১৮২ কিতাবুল কারাহিয়্যাত